নারী সাহাবিদের জীবনাদর্শ

এই গ্রন্থের স্বত্ব প্রকাশকের নিকট সংরক্ষিত। অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনো অংশ যেকোনো উপায়ে ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও এ কাজ নাজায়েজ।

নারী সাহাবিদের জীবনাদর্শ

রচনা ও সংকলন
মাওলানা আবদুস সালাম নদভি রহ.
সাইয়েদ সুলাইমান নদভি রহ.

মঈনুদ্দীন তাওহীদ
অনূদিত

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

নারী সাহাবিদের জীবনাদর্শ

রচনা ও সংকলন :
মাওলানা আবদুস সালাম নদভি রহ.
সাইয়েদ সুলাইমান নদভি রহ.
অনুবাদ : মঈনুদ্দীন তাওহীদ
সম্পাদনা : যুবাঈর আহমাদ
তাহকিক ও তাখরিজ : শুআইব মাহদী
শরয়ি নিরীক্ষণ : মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২৩
স্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

মূল্য : ২৮০ (দুইশত আশি) টাকা মাত্র

বিক্রয়কেন্দ্র :
ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
www.ettihadpublication.com
অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ
ISBN : 978-984-98117-3-2

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিহি মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমায়িন।

নারীদের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে মৌলিকভাবে কারো মতভেদ নেই। তবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা একজন নারীকে আমল-আখলাকে এবং সালাফদের পথে টিকিয়ে রাখতে পারবে কি না, সেটা নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, প্রচলিত শিক্ষা আমাদের নারীদেরকে আমাদের ঐতিহ্যের উপর থাকতে দেবে কি না, সেটা নিয়েই যত শঙ্কা।

যারা নারীশিক্ষার বিপরীতে কথা বলেন, মূলত এই আশঙ্কা থেকেই বলেন। প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষরা যে দুর্বল সমাজব্যবস্থা গড়েছেন এবং এ শিক্ষায় শিক্ষিত নারীরাও যেভাবে অনুসরণীয় আদর্শ হতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেদিকে তাকালেও এ পক্ষের বক্তব্য শক্তিশালী মনে হয়।

অথচ ইসলামের প্রাচীন ইতিহাস আমাদের নারীদের জন্য রেখেছে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধারণের মৌলিক অনন্য নীতিমালা। বিশেষ করে এখন তো পরিবর্তনের যুগ। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাও তো পাশ্চাত্যের শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে মুখ ফেরানো শুরু করেছে। এমন পরিস্থিতিতে যদি মহীয়সী নারীদের অনন্য শিক্ষার আদর্শগুলো আমরা আমাদের নারীদের সামনে রাখতে পারি, তাহলে নিশ্চিত তাদের অন্তর্জগৎ প্রভাবিত হবে; অধুনা যুগের অসভ্যতা থেকে প্রভাবমুক্ত হয়ে তারা হবে আগামীর পথের দিশা।

ইসলামের প্রতিটি যুগে নানা দিক থেকেই মুসলিম নারীগণ ছিলেন বিশেষ গুণ ও মর্যাদার অধিকারী। তবে উম্মুল মুমিনিনগণ, নারী সাহাবি এবং তাদের সন্তানগণ ছিলেন গুণাগুণ, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যে অনন্য। সর্বদিক থেকেই তারা ছিলেন নারী-সমাজের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তাদের জীবনদর্শনই পারে অধুনা যুগের নারীদেরকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সব ধরনের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে। ঠিক এ কারণেই উসওয়ায়ে সাহাবার দুই খণ্ডে পুরুষ সাহাবিদের পাশাপাশি নারী সাহাবিদের প্রায় সব ঘটনা চলে এলেও, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব

বিবেচনা করে নারীদের আলোচনাগুলো কিছু সংযোজনসহ ভিন্ন একটি পুস্তকের রূপ দিচ্ছি। এর দ্বারা একদিকে যেমন নারী সাহাবিদের ধর্মীয়, চারিত্রিক, সামাজিক ও ইলমি দিকগুলো স্বতন্ত্র এক শাস্ত্ররূপে আবির্ভূত হবে, অন্যদিকে আমাদের নারীদের পঠন-পাঠদান ও উপকৃত হওয়ার জন্য অস্তিত্বে আসবে ভিন্ন এক সংকলন। এই সংকলন তারা পড়বে। এর উপর আমল করে তারা হবে ইসলামি শিক্ষার অগ্রপথিক। এ শিক্ষার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, তারাই হবে সেই অপপ্রচারের মোক্ষম জবাব। আল্লাহ আমাদের এ চেষ্টা কবুল করেন। আমাদেরকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত পথে চলার তাওফিক দেন। আমিন।

মাওলালা আবদুস সালাম নদভি
শিবলি মনজিল, আজমগড়
১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

ইসলাম গ্রহণ **১১**
ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা ১২
কষ্টবরণ ১২
সম্পর্কচ্ছেদ ১৩
আকিদা **১৫**
তাওহিদ ১৫
শিরক থেকে দূরত্ব অবলম্বন ১৫
রিসালাতের বিশ্বাস ১৬
নারী সাহাবিদের ইবাদত **১৮**
নামাজ অধ্যায় **১৯**
জামাআতের প্রতি গুরুত্ব ১৯
জুমার সালাত ১৯
ইশরাকের নামাজ ১৯
তাহাজ্জুদ ২০
জাকাত ও সদকা অধ্যায় **২১**
আত্মীয়-স্বজনকেও সদকা প্রদান ২২
অভাবীর অভাব পূরণ ২২
সিয়াম অধ্যায় **২৪**
সারা বছর রোজা ২৪
নফল রোজা ২৪
মৃতদের পক্ষ থেকে রোজা ২৫
ইতিকাফ ২৫
হজ অধ্যায় **২৬**
হজ ২৬
সন্তানের পক্ষ থেকে হজ ২৬

পিতামাতার পক্ষ থেকে হজ ২৭
ওমরা ২৮
জিহাদ অধ্যায় ২৯
শাহাদাতের তামান্না ২৯
নারী সাহাবিদের কুরআন অনুযায়ী আমল ৩০
শরয়ি বিধি-নিষেধের প্রতি পূর্ণ যত্ন ৩২
গানবাজনা পরিহার ৩২
সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলা ৩২
ধর্মীয় জীবনের অন্যান্য দিক ৩৪
তাসবিহ-তাহলিল ৩৪
পবিত্র স্থানসমূহের জিয়ারত ৩৪
শত কষ্টেও শরয়ি বিধিনিষেধ পালন ৩৫
মানতের গুরুত্ব ৩৫
রাসুলের সম্মান ছিল তাদের অন্তরের গভীরে ৩৬
রাসুলের বরকতপ্রাপ্তির প্রত্যাশা ৩৬
নবীজি-স্মৃতির হেফাজত ৩৬
রাসুলের প্রতি আদব ৩৭
রাসুলের জন্য উৎসর্গিত সত্তা ৩৮
নবীজির খেদমত ৩৮
রাসুল স্তুতি ৩৮
রাসুলের হুকুম পালন ৩৯
রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জন ৪০
নবীজিই ছিলেন তাদের বিধায়ক ৪১
মেহমানদারি ৪২
নবীজির প্রতি ভালোবাসা ৪৩
সান্নিধ্যের তামান্না ৪৩
চরিত্রের সৌরভ ৪৪
অমুখাপেক্ষিতা ৪৪
ত্যাগ ও উৎসর্গ ৪৪
উদারতা ৪৫
প্রতিশোধ না নেওয়া ৪৬
আতিথেয়তা ৪৭

আত্মসম্মান ৪৮
ধৈর্য ও দৃঢ়তা ৪৮
সাহস ও বীরত্ব ৪৯
দুনিয়াবিমুখতা ৫০
জাগ্রত চিত্ত ৫০
গোপনীয়তা রক্ষা ৫১
তারা অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকতেন ৫১
সামাজিক আচরণ **৫৪**
সম্পর্কের স্বচ্ছতা ৫৪
আত্মীয়তার বন্ধন ৫৪
হাদিয়া-তোহফা প্রদান ৫৫
সেবকদের সঙ্গে সদাচরণ ৫৫
পারস্পরিক সহযোগিতা ৫৬
অসুস্থের দর্শন ৫৬
অসুস্থ ব্যক্তির পরিচর্যা ৫৭
বিপদে সান্ত্বনা ৫৭
সন্তানের ভালোবাসা ৫৮
ভাইবোনের প্রতি ভালোবাসা ৫৮
পিতামাতার প্রতি সহমর্মিতা ৫৯
এতিমদের প্রতি ভালোবাসা ৫৯
এতিমের সম্পদের হেফাজত ৬০
স্বামীর সম্পদের হেফাজত ৬১
স্বামীর সন্তুষ্টি ৬৩
স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ৬৪
স্বামীর সেবা ৬৫
নারী সাহাবিদের জীবন-যাপন **৬৭**
দরিদ্রতা ৬৭
পোশাক ৬৭
বসতবাড়ি ৬৮
তৈজসপত্র ৬৮
স্বনির্ভরতা ৬৮
পর্দা ৭০

বিশুদ্ধ লেনদেন ৭২
ঋণ পরিশোধে গুরুত্ব ৭২
ঋণ মওকুফ ৭২
উত্তরাধিকার বণ্টনে নিষ্ঠার পরিচয় ৭২
রাজনীতিতে অবদান ৭৪
ধর্মীয় খেদমত : ইসলামের প্রসার ৭৪
নওমুসলিমদের দায়িত্ব গ্রহণ ৭৫
মুজাহিদদের সেবা প্রদান ৭৬
মসজিদের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ ৭৭
বিদআতের মূলোৎপাটন ৭৮
ইহতিসাব ৭৯
চারিত্রিক সংশোধন ৮১
মোরগবাজি থেকে বাধাপ্রদান ৮১
শরাবপানে বাধাপ্রদান ৮১
পরচুলা ব্যবহারে বাধাপ্রদান ৮২
ইলমি খেদমত ৮৩
তাফসির ৮৩
ইলমু আসরারিদ্দিন ৯১
ইলমুল হাদিস ৯৭
দিরায়াহ ৯৮
ইলমে ফিকহ ১০১
পরিশিষ্ট ১০৪
নারী সাহাবিদের মর্যাদা ১০৪
মুসলিম বীরাঙ্গনা ১১১
এক খারেজি নারীর বীরত্ব ১২৬
হিন্দুস্তানের মুসলিম বীরাঙ্গনা ১৩০
মুসলিম নারীদের আরও কিছু বিস্ময়কর বীরত্বগাথা ১৩৫
পরিশিষ্ট ১৪১

ইসলাম গ্রহণ

নম্রতা, ভদ্রতা এবং হৃদয়ের কোমলতা একজন ভালো মানুষের অনন্য গুণ। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি ভালো কথা, উপদেশ ও শিক্ষার আলোকে খুব সহজে হৃদয়ে ধারণ করতে পারে। ফুলের সামান্য স্পর্শ বা নির্মল বাতাসের সামান্য ছোঁয়ায় তার অন্তর্জগতে দোলা লাগে। অপরদিকে কঠিন হৃদয় হয়ে থাকে সুদৃঢ় বৃক্ষের মতো; প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুও যাকে হেলাতে পারে না। সেই আলোকচ্ছটা স্বচ্ছ আয়নাকে খুব সহজেই ভেদ করে; কিন্তু পাথরকে ধারালো তিরও ভেদ করতে পারে না।

প্রিয় পাঠক, মানুষের অবস্থাও ঠিক এমন। নরম স্বভাব ও কোমল হৃদয়ের মানুষগুলো খুব সহজেই হকের দাওয়াত কবুল করতে পারেন; অপরদিকে কঠিন হৃদয়ের মানুষগুলোর হৃদয়ে অবাক করা মুজিজাও কোনো প্রভাব ফেলে না। এর উদাহরণ রয়েছে সর্বত্র। সব যুগে। সব মানুষের ইতিহাসে। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিপুল। কাফেরদের এমন অনেকের কথাই আমরা জানি, যাদের মাথা হাজার চেষ্টার পরও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে নত হয়নি; আবার এমন অসংখ্য সাহাবি আছেন, হকের আওয়াজ শুনতেই যারা শত বাধা পেরিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন।

পুরুষ সাহাবিদের পাশাপাশি নারী সাহাবিগণও ছিলেন ইসলামের দিকে ছুটে আসা এ কাফেলার অভিযাত্রী। শুধু অভিযাত্রীই নন; ছিলেন অনেকের চেয়ে অগ্রগামী। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখি, সবার প্রথম কোনোরকম জোরজবরদস্তি ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আম্মিজান খাদিজা রা.। মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন মহান রবের সামনে। তারিখে ইবনে খামিসে বর্ণিত আছে, রাফে রা. বলেন, 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোমবার দিন আমাকে নবুওয়াত দেওয়া হয়; সেদিনেরই শেষ অংশে খাদিজা নামাজ

আদায় করে। আলি নামাজ পড়ে পরের দিন মঙ্গলবার। এরপর যথাক্রমে জায়েদ ইবনে হারিসা এবং আবু বকর নামাজে শরিক হয়।[১]

প্রিয় পাঠক, এর থেকে প্রতীয়মান হয়, নবুওয়াতের কিরণ প্রথম এক কোমল হৃদয়ের অধিকারী নারীর হৃদয়েই বিচ্ছুরিত হয়েছিল।

ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা

প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণের চেয়ে নিজের মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করা ছিল খুব জটিল। কারণ এতে ছিল কুরাইশদের পক্ষ থেকে নির্মম নির্যাতনের ভয়। ছিল শত ঝড়ঝঞ্ঝা আসার সমূহ আশঙ্কা। কিন্তু তারপরও পুরুষ সাহাবিদের পাশাপাশি অনেক নারী সাহাবিও এক্ষেত্রে দেখিয়েছেন অনন্য সাহসিকতা। তারা তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেননি; কাফেরদের মুখের সামনে প্রকাশ করেছেন সাহসভরে।

সর্বপ্রথম সাতজন ব্যক্তি অসীম সাহস নিয়ে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ছয়জন পুরুষ, একজন নারী। পুরুষ ছয়জন হলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, বেলাল, খাব্বাব, সুহাইব এবং আম্মার। সপ্তম সেই নারী সাহাবি হলেন আম্মারের গরিব মা সুমাইয়া রা.।[২]

স্বভাবজাত নরম ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়ায় নারী সাহাবিগণ শুধুমাত্র খুব সহজে ইসলাম কবুলই করেননি; বরং আগ্রহভরে করেছিলেন এর প্রচারও। সহিহ বুখারির তায়াম্মুম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, পানির প্রয়োজন ছিল বিধায় একবার কয়েকজন সাহাবি এক নারীকে ধরে আনেন। তার কাছে পানির মশক ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে পানি নেন; সেইসাথে মূল্যও পরিশোধ করেন। নবীজির এমন নিষ্ঠার আচরণ দেখে ওই নারী মুসলমান হয়ে যান। পরবর্তী সময় তার দাওয়াতের প্রভাবে গোটা গোত্র আশ্রয় নিয়েছিল ইসলামের সুশীতল ছায়ায়।[৩]

কষ্টবরণ

পুরুষ সাহাবিদের পাশাপাশি নারী সাহাবিগণও ইসলামের জন্য শত কষ্ট বরণ করেছেন। কুফফারদের পক্ষ থেকে আসা হাজারও আঘাত তাদের ঈমানে ধরাতে পারেনি বিন্দুমাত্র চিড়।

---

[১] তারিখে ইবনে খামিস, দারু সাদির : ২৮৬/১
[২] তারিখে ইবনে খামিস : ২৮৭/১
[৩] সহিহ বুখারি : ৩৪৪

সুমাইয়া রা. ইসলাম গ্রহণ করলে কাফেররা তাকে নানাভাবে নির্যাতন করতে থাকে। লোহার বর্ম পরিয়ে মক্কার উত্তপ্ত মরুতে দীর্ঘ সময় দাঁড় করিয়ে রাখার মতো নির্মম নির্যাতন চালাতে থাকে তার উপর। কিন্তু এত কিছুর পরও তিনি ইসলাম ছাড়েননি। একদিনের ঘটনা। প্রতিদিনের মতো সেদিনও তার উপর চালানো হচ্ছিল অত্যাচারের স্ট্রিম রোলার। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিক দিয়েই যাচ্ছিলেন। তাকে বলেছিলেন, 'ধৈর্য ধরো। জান্নাত তোমার ঠিকানা।'

এত কষ্ট দিয়েও কাফেরদের মন ভরেনি। একদিন নরাধম আবু জাহেল উত্তেজিত হয়ে তার রান বরাবর বর্শা ছুড়ে মারে। বর্শা আঘাত হানে সুমাইয়ার লজ্জাস্থানে। ওই আঘাতেই তড়পাতে-তড়পাতে শাহাদাতবরণ করেন এই নারী সাহাবি; অর্জন করেন ইসলামের জন্য প্রথম শহিদ হওয়ার মর্যাদা।[৪]

প্রিয় পাঠক, মনে রাখতে হবে, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন একজন নারী। আবার সর্বপ্রথম ইসলামের জন্য জীবন দিয়েছেন একজন নারী। নারী সাহাবিদের এ মর্যাদা অনন্য। ইসলামের জন্য তাদের এ ত্যাগ সর্বস্বীকৃত।

উমর রা.-এর বোন ফাতিমা রা. ইসলাম গ্রহণ করেন। জানতে পেরে উমর রা. তাকে মেরে রক্তাক্ত করেন। কিন্তু তারপরও ফাতিমা রা. পরিষ্কার ভাষায় বলে দেন, 'যা করার করেন, কিন্তু আমি ইসলাম ছাড়ব না।[৫]

লুবাইনা রা.-কে আঘাত করতে করতে উমর রা. ক্লান্ত হয়ে যেতেন। থেমে গিয়ে বলতেন, 'দয়ার কারণে তোমাকে ছেড়ে দিইনি; ক্লান্ত হয়েছি তাই থেমে আছি।' এভাবেই তিনি তার দাসীকে কষ্ট দিয়েছিলেন।

সম্পর্কচ্ছেদ

ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে আত্মীয়রা সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। কিন্তু ঈমানের শক্তি তাদের মধ্যে কোনো আফসোসের উদ্রেক ঘটাতে দেয়নি।

নারী সাহাবিদের অবস্থা ছিল আরও নাজুক। একজন নারীর প্রথম এবং শেষ ভরসা হয় তার স্বামী। কোনো অবস্থাতেই একজন নারী তার স্বামী থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। পিতা সন্তান থেকে বা সন্তান পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকতে পারলেও একজন নারী তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হলে অসহায়

[৪] উসদুল গাবাহ : ১৫২/৭
[৫] উসদুল গাবাহ : ১৩৭/৪

হয়ে যায়। কিন্তু অবাক করার বিষয় হলো, নারী সাহাবিগণ ঈমান ও ইসলামের কাছে এ সম্পর্ককেও তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। হাসিমুখে নিজের কাফের স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাজিল করেন :

وَ لَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَ سْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْم

‘তোমরা কাফের নারীদের সঙ্গে দাম্পত্য বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নেবে, যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের ফয়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।’[৬]

আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নির্দেশ আসার পর সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে তাদের কাফের স্ত্রীদের তালাক দিয়েছিলেন, তদ্রূপ নারী সাহাবিগণও ছিন্ন করেছিলেন তাদের কাফের স্বামীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক; তাদের কেউই আর পুরোনো বন্ধনে ফিরে যাননি। আম্মিজান আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, ‘আমার জানামতে হিজরতকারী কোনো মুমিন নারী ধর্মত্যাগ করে স্বামীর কাছে ফিরে যায়নি।’[৭]

[৬] সুরা মুমতাহিনা : ১০

[৭] সহিহ বুখারি : ২৭৩৩

আকিদা

তাওহিদ

কাফেররা নারী সাহাবিদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। তারপরও তাদের জবান থেকে একত্ববাদের কালিমা ছাড়া ব্যতিক্রম কিছু উচ্চারণ করাতে তারা সক্ষম হয়নি।

উম্মে শারিক রা. ঈমান আনেন। তার আত্মীয়রা তার উপর চালায় অকথ্য নির্যাতন। তাকে ভরদুপুরে দাঁড় করিয়ে রাখে উত্তপ্ত মরুতে। খেতে দেয় রুটির সঙ্গে মধুজাতীয় গরম খাবার। পান করতে দেয় না সামান্য পানি। এভাবে কেটে যায় টানা তিন দিন। একদিন অত্যাচারীরা বলে, 'এখনো সময় আছে, যে ধর্ম গ্রহণ করেছ—ছেড়ে দাও!' অবসন্ন শরীর থাকায় তিনি তাদের কথা বুঝতে পারেন না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন তাদের দিকে। নরাধমরা এবার আকাশের দিকে ইশারা করে কিছু একটা বোঝায়। উম্মে শারিক বুঝতে পারেন, তাকে আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করতে বলা হচ্ছে। শরীরের সকল শক্তি একত্রিত করে তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, এখনো আমি একত্ববাদে বিশ্বাস রাখি।'[৮]

শিরক থেকে দূরত্ব অবলম্বন

নারীরা সাধারণত প্রাচীন রুসম-রেওয়াজের অনুসরণ বেশি করে থাকে। তার উপর আবার শিরকি বিভিন্ন আকিদা দীর্ঘকাল থেকে গোটা আরবে জালের মতো ছড়িয়ে ছিল। সেগুলো থেকে বের হয়ে আসা ছিল সত্যিই দুষ্কর। কিন্তু নারী সাহাবিগণ ইসলাম গ্রহণের পর সেগুলো থেকে বের হয়ে এসেছিলেন।

[৮] তাবাকাতে ইবনে সাদ : ১২৩/৮

আরবদের ধারণা ছিল, মূর্তির নিন্দাজ্ঞাপন করলে ব্যক্তি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। জুনাইরা রা. ইসলাম গ্রহণের পর অন্ধ হয়ে যান। কাফেররা বলা শুরু করে, 'লাত আর উজ্জার অভিশাপেই তার এ দশা হয়েছে।' মহীয়সী এই নারী সাহাবি সেদিন তাদের মুখের উপর বলে দিয়েছিলেন, 'লাত ও উজ্জার পূজারিরা কী বুঝবে, আমার এই অবস্থা তো আসমানওয়ালার সিদ্ধান্তে হয়েছে।'[৯]

আরবের লোকেরা শিশুদের বিছানার নিচে ক্ষুর রেখে দিত, যেন সে জিন-কুলের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারে। আম্মিজান আয়েশা রা. একবার এক শিশুর ক্ষেত্রে এমন করতে দেখে তার অভিভাবককে কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস অপছন্দ করতেন এবং কেউ এমন করলে অসন্তুষ্ট হতেন।'[১০]

তাদের শিরকের গোড়ায় ছিল মূর্তিপূজা। প্রতিটি ঘরে ছিল মূর্তি সাজানো। নারী সাহাবিগণ ইসলাম গ্রহণের পর নিজেদের ঘর থেকে ওই মূর্তিগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। হিন্দা বিনতে উতবা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, ঘরে ফিরে মূর্তিরূপী দেবতাকে ভেঙে ফেলে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'আমরা তোমার ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিলাম।'[১১]

আবু তালহা রা. উম্মে সুলাইম রা.-কে বিবাহের প্রস্তাব দিলে উম্মে সুলাইম বলেছিলেন, 'আবু তালহা, তুমি কি জানো না, তোমার প্রভু মাটির তৈরি?' আবু তালহা রা. উত্তরে হ্যাঁ বললে তিনি আবার বলেছিলেন, 'তাহলে এমন প্রভুর পূজা করতে তোমার লজ্জা করে না?' এই সামান্য কথার প্রভাবে ছেয়ে যায় আবু তালহা রা.-এর হৃদয়াকাশ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্তির পূজা ছেড়ে সাড়া দেন ইসলামের শাশ্বত আহ্বানে। লক্ষ করার বিষয় হলো, একত্ববাদের স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উম্মে সুলাইম রা. আবু তালহা রা.-এর প্রস্তাবে সাড়া দেননি।[১২]

রিসালাতের বিশ্বাস

নবীজির রিসালাতের ঈমান শুধু নারী সাহাবি নয়; বরং ছোট ছোট মেয়েদের হৃদয়েও খোদাই হয়ে গিয়েছিল।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক বালিকাকে বলেছিলেন, 'তুমি বেশিদিন বাঁচবে না।' মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে উম্মে সুলাইম রা.-এর

[৯] উসদুল গাবাহ : ১২৪/৭

[১০] আল-আদাবুল মুফরাদ, জিনের আসর থেকে মু-ক্তসংক্রান্ত পরিচ্ছেদ; হাদিস নং : ৯১২

[১১] তাবাকাতে ইবনে সাদ : ১৮৮/৮

[১২] তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩১৩/৮